বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক
ড. নাজনিন নাহার

মুদ্রণ
মার্স কমিউনিকেশন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি	**৭**
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কার্যাবলি	**৭**
প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	**৭**
দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহ	৮
গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ	৮
বিশেষ প্রকাশনাসমূহ	৯
গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	**৯**
কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	**১৮**
কর্মশালা-১: "ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা	১৮
কর্মশালা-২: "ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা	১৯
কর্মশালা-৩: "মাইগভ প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" সংক্রান্ত কর্মশালা	২০
কর্মশালা-৪: "ভাষা চর্চার শৃঙ্খলা রক্ষায় ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা" সংক্রান্ত কর্মশালা	২১
কর্মশালা-৫: "গবেষণা পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালা	২২
কর্মশালা-৬: "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" শীর্ষক কর্মশালা	২৪
কর্মশালা-৭: "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালা	২৫
কর্মশালা-৮: "মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক কর্মশালা	২৭
কর্মশালা-৯: "সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালা	২৯
কর্মশালা-১০: "জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ" শীর্ষক কর্মশালা	৩০
কর্মশালা-১১: "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক কর্মশালা	৩০
কর্মশালা-১২: "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক কর্মশালা	৩১

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	**৩২**
প্রশিক্ষণ-১: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩২
প্রশিক্ষণ-২: "বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৩
প্রশিক্ষণ-৩: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৪
প্রশিক্ষণ-৪: "বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাম্প্রতিক প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৫
প্রশিক্ষণ-৫: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৬
প্রশিক্ষণ-৬: "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৬
প্রশিক্ষণ-৭: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৭
প্রশিক্ষণ-৮: "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৮
প্রশিক্ষণ-৯: "দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৯
প্রশিক্ষণ-১০: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪০
প্রশিক্ষণ-১১: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪১
প্রশিক্ষণ-১২: "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪২
প্রশিক্ষণ-১৩: "পদ সৃজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪৪
প্রশিক্ষণ-১৪: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪৫
প্রশিক্ষণ-১৫: "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪৬
প্রশিক্ষণ-১৬: "সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক	৪৭
প্রশিক্ষণ-১৭: "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪৮
সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	**৪৯**
জাতীয় সেমিনার-১: "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞান" শীর্ষক সেমিনার	৪৯
জাতীয় সেমিনার-২: "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা" শীর্ষক সেমিনার	৫২
জাতীয় সেমিনার-৩: "টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনার	৫৩
আন্তর্জাতিক সেমিনার-১: "Language and National Identity" শীর্ষক সেমিনার	৫৭

আন্তর্জাতিক সেমিনার-২: "বহুভাষিকতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য" শীর্ষক সেমিনার	৬০
ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৬১
আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৭০
বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভসের তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৭৫
পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি ১৪৪৬ হিজরি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য	৭৯
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০২৪ সংক্রান্ত তথ্য	৭৯
১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য	৮০
লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য	৮১
বইমেলা ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য	৮৪
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য	৮৫
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫-এর উদ্বোধন	৮৬
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভাষামেলা সম্পর্কিত তথ্য	৮৮
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য	৯০
২৬শে মার্চ, ২০২৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কিত তথ্য	৯৪
নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৯৪
বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৯৫
আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৯৬
২০২৪-২৫ অর্থবছরের (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫) ব্যয় বিবরণী	১০০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর ২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ১২ই জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কার্যাবলি

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ভাষা বিষয়ক গবেষণায় গবেষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন, বিভিন্ন দিবস পালনসহ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কিত ধারণা এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো:

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. প্রতিবেদনসমূহ।

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ কালসীমায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. মাতৃভাষা-বার্তা (১১তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪;
২. মাতৃভাষা-বার্তা (১১তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা) অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪;
৩. মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা) জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫;
৪. মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা) এপ্রিল-জুন ২০২৫;
৫. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪;
৬. ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (পাবনা ও নেত্রকোণা);
৭. ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (কক্সবাজার ও সিলেট)

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত গবেষণা পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. মাতৃভাষা পত্রিকা (৯ম ও ১০ম বর্ষ) ২০২৪
২. মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) জানুয়ারি-জুন ২০২৫
৩. *Mother Language Journal (Vol. 7, No. 2) July-December 2023*
৪. *Mother Language (Vol.: 8, Issue: 2, July-December 2024)*
৫. *Mother Language (Vol.: 9, Issue: 1, January-June 2025)*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত অভিধান ও বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. ককবরক ভাষার কবিতা সংকলন
২. খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ
৩. চাক বাংলা অভিধান
৪. বাংলার শব্দ-মানচিত্র
৫. বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা
৬. বাংলা দাওয়াতপত্রের বিনম্রতা
৭. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন: জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা
৮. বাংলাদেশের কবিতা: ভাষা ও শৈলী (১৯৭২-২০২২)
৯. বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা: নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ
১০. বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প (অনুবাদ)
১১. বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন
১২. ভাষা অর্জন: তত্ত্ব ও স্বরূপ
১৩. ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্রভাষা নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা
১৪. An Evaluation of the English Curriculum and Textbook at the HSC Level in Bangladesh
১৫. Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome

গ. বিশেষ প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫ কালসীমায় বিশেষ প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। যথা:

১. মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ এর স্মরণিকা

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা, পিএইচডি গবেষণা, এমফিল গবেষণা, ফেলোশিপ গবেষণা ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), আমাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন- জনাব জুবাইদা মান্নান, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের দপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ), ঢাকা;

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ড. সালমা নাসরীন, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) নীতিমালা ২০২২-এর আলোকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আবেদনপত্র আহ্বানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ এবং 'দৈনিক প্রথম আলো' এবং 'The Daily Star' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের ওয়েবসাইট এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ফেসবুক পেইজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়ে সকলে মত দেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেশাগত গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জনাব আহাদ হোসেন, কনজারভেটর কাম আর্কাইভিস্ট, আমাইয়ের গবেষণাকর্ম 'ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন: পরিপ্রেক্ষিত ম্রো জনগোষ্ঠী' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ বহির্মূল্যায়নের জন্য একজন বহির্মূল্যায়নকারী নির্ধারণের বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির আলোকে গবেষণা বৃত্তির জন্য প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির সভা ১৮ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে জনাব মীর মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে জনাব মোঃ নুর আলম, প্রভাষক (ইংরেজি), বটতলী ফাতেমা জহুরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাটকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন; ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গবেষণা বাছাই কমিটির সদস্যের মধ্যে বণ্টন এবং গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই করে ২৮শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিকট জমা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৭শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের পরিচিতিমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার বিষয়, গবেষণাকর্মের অগ্রগতি, গবেষণাকর্মের মেয়াদ এবং গবেষণাকর্ম নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয় তুলে ধরেন।

আমাইয়ের পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে গবেষকদের মতবিনিময় সভার একাংশ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আমাই গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এবং গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দিক নিয়ে আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণ

উক্ত সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মোট ৮ (আট) জন ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে ২ (দুই) জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত আবেদনকারীদের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ; ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে তাঁদের গবেষণা প্রস্তাব সংশোধন ও পরিমার্জন করে উপস্থাপন করার জন্য চিঠি প্রেরণ এবং আগামী অর্থবছরের মধ্যে গবেষণা নীতিমালার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংশোধন করে গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভায় গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও গবেষকগণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীদের প্রাথমিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই ডিসেম্বর, ২০২৪ এবং ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণায় ৮ (আট) জন, পেশাগত গবেষণায় ২ (দুই) জন, পিএইচডি গবেষণায় ১ (এক) জন এবং এমফিল গবেষণায় ১ (এক) জনকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ, পিএইচডি, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নপ্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা নিম্নরূপ:

- **ফেলোশিপ গবেষণা**

  (১) ড. গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ড. এসএম আরিফ মাহমুদ, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ড. সুলতান মাহমুদ ভুঁইয়া, পরিচালক, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

(৬) ড. আবদুল্যাহ আল মাসুম, সহকারী অধ্যাপক, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) ড. মনসুর আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, সংযুক্ত: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া

(৮) ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, দারুল ইসলাম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, সিন্দুরিয়া, নয়ারহাট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

- **পিএইচডি গবেষণা**

(১) মীর মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর

- **এমফিল গবেষণা**

(১) মোঃ নুর আলম, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বাট্টালি ফাতেমা জহুরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

- **পেশাগত গবেষণা**

(১) শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

(২) নাজনীন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ফেলোশিপ, পিএইচডি, এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে মনোনয়নপ্রাপ্ত গবেষকগণ ১লা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের মধ্যে চুক্তিনামা ও জামানতনামার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে যোগদান করেন।

আমাই গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পোস্ট-ডক্টোরাল ও পেশাগত গবেষণায় বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের চেক প্রদান করা হয়। অন্যদিকে চূড়ান্ত গবেষণা পাণ্ডুলিপি জমাদান ও গবেষণাকর্মের খরচের যাবতীয় ভাউচার জমাদান সাপেক্ষে শেষ কিস্তির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত

গবেষকদের তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় কিস্তির চেক প্রদান করা হয়।

গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভায় গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও গবেষকগণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত ফেলোশিপ ও পেশাগত ক্যাটেগরির গবেষকগণের প্রাথমিক অগ্রগতি উপস্থাপন সংক্রান্ত ১ম সেমিনার ১১ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব

পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের ৩য় সেমিনার এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরির বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণাকর্মের ২য় সেমিনার ১২ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ বুধবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণাকর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

১৫ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২' সংশোধন সংক্রান্ত গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ১৫ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'আমাই গবেষণা নীতিমালা ২০২২'-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ-উপানুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের মতামত, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের আলোকে আমাই গবেষণা নীতিমালা সংশোধন করা হয়। সংশোধনকৃত নীতিমালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম সেমিনার ২২শে মে ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আমাই।

সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ 'Documentation of the languages of Munda and Mahali communities of the Barind Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা বিষয়ের প্রাথমিক কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে গবেষক পাওয়ার-পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন

গবেষণার পটভূমি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, নৃতাত্ত্বিক ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বব্যাপী ভাষা বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে বাসকারী মুণ্ডা ও মাহালে সম্প্রদায়ের ভাষাগুলি নথিভুক্ত করা। তাঁর গবেষণার এলাকা বরেন্দ্র অঞ্চল। বিষয় বিশেষজ্ঞ ও উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোচক হিসেবে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আমাই গবেষককে গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করার পরামর্শ দেন। তিনি গবেষণাটি সুন্দর ও মানসম্মত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তির কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দিক নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন

কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আমাই পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত হয়।

৩০শে জুন ২০২৫ তারিখে সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত মোট ১২টি (বারো) কর্মশালা সম্পাদিত হয়েছে।

কর্মশালা-১: "ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৮শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখ ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "ডি-নথি" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

কর্মশালায় "খসড়া পত্র তৈরির প্রক্রিয়া, পত্রের ধরন এবং সরকারি, আধা-সরকারি পত্র ও ডাক আপলোড, OCR এর ব্যবহার, খসড়া ডাক সংরক্ষণ, ডাক প্রেরণ, প্রেরিত ডাক দেখা, আগত ডাক দেখা, ডাকে সিদ্ধান্ত দেওয়া, ডাক নিষ্পত্তি করা" ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ই-সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশন এক্সপার্ট (উপসচিব), ই-নথি/ডি-নথি টিম, এটুআই; "প্রেরিত ডাক ফেরত আনার প্রক্রিয়া, ডাক সিল তৈরি করা, সিস্টেমে ডাক নথিজাত ও ডাক আর্কাইভ করার প্রক্রিয়া, আর্কাইভড ও নথিজাতকৃত ডাক ফেরত আনার প্রক্রিয়া" ও "ডাক ফোল্ডার, ডাক ট্যাগিং, ডাক বক্স শেয়ারিং, ডাক বাছাইকরণ, বাছাইকৃত ডাক প্রেরণ, ডাক ট্যাকিং, নিবন্ধন বহি, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য মডিউল"

বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ডোমেইন এক্সপার্ট, ই-নথি (সিনিয়র সহকারী সচিব), ই-নথি/ডি-নথি টিম, এটুআই। কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা

কর্মশালা-২: "ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৯শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখ ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "ডি-নথি" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। কর্মশালায় "খসড়া পত্র তৈরির প্রক্রিয়া, পত্রের ধরন এবং সরকারি, আধা-সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, সারংশ ইত্যাদি তৈরির প্রক্রিয়া, নোট ও খসড়া পত্র শেয়ার, পত্র সম্পাদনা ও পত্রজারিকরণ, নথি নিষ্পত্তি করা" ও "পত্রজারি গ্রুপ, গার্ড ফাইল, নোটে অনুমোদন পর্যালোচনা, জারিকৃত পত্র মাস্টার ফাইল ও পত্রাংশ থেকে ক্লোনিং, নোট ও পত্র প্রিন্ট, জারিকৃত পত্রের অবস্থা ও অন্যান্য" বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ডোমেইন এক্সপার্ট, ই-নথি (সিনিয়র সহকারী সচিব), ই-নথি/ডি-নথি টিম, এটুআই; "নোট তৈরি, অনুচ্ছেদ লেখা, নথিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া, পরবর্তী প্রাপককে পাঠানো, বিবেচ্য পত্র বাছাই, নোটে বিভিন্ন ধরনের পতাকা তৈরি, নোটানুচ্ছেদ ও সংযুক্তি প্রদান, গার্ড ফাইল সম্পাদনা" ও "নথির ধরন তৈরি, নথি তৈরি, নথিতে পারমিশন দেওয়া, নথি লেভেলিং ও পূর্বে তৈরিকৃত নথি সম্পাদনা করা" ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ই-সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশন এক্সপার্ট (উপসচিব), ই-নথি/ডি-নথি টিম, এটুআই। কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

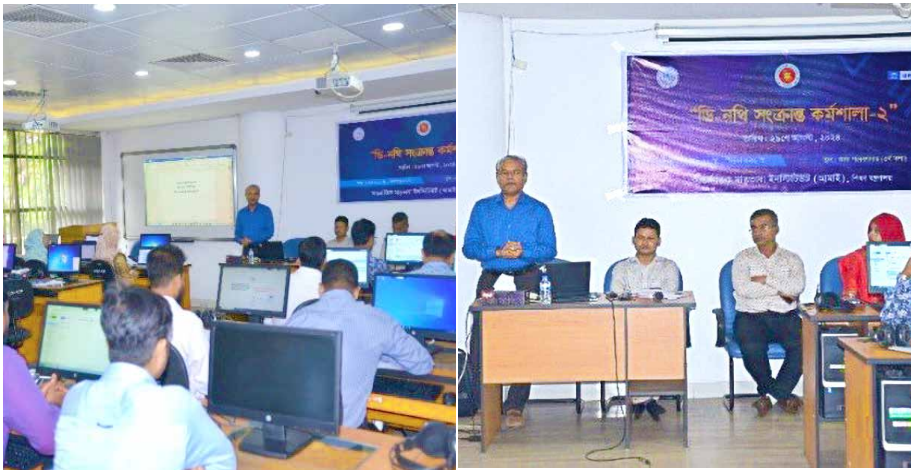

"ডি-নথি" সংক্রান্ত কর্মশালা

কর্মশালা-৩: "মাইগভ প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" সংক্রান্ত কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "myGov প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাটি সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরকারের সকল সেবা জনগনকে প্রদান করার জন্য "myGov প্ল্যাটফর্ম" চালু করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনগণ স্বল্প খরচে দ্রুততম সময়ে সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে। এক ঠিকানায় সরকারি সেবা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক "myGov প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালাটির ১ম এবং ২য় সেশন পরিচালনা করেন জনাব মুহাম্মদ শামীম কিবরিয়া, কনসালটেন্ট (সিনিয়র সহকারী সচিব), এটুআই, আইসিটি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তিনি "myGov ওয়েবসাইট পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ" এবং "myGov প্ল্যাটফর্মে সেবা ডিজিটাইজেশন পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ" সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন যে, myGov প্ল্যাটিফর্মে সেবার আবেদন থেকে নিষ্পতি পর্যন্ত সকল সেবা নিশ্চিত করা যায়। তিনি মাইগভের বিভিন্ন সুবিধা যেমন- সেবা গ্রহণে সময়, খরচ ও যাতায়াতের সাশ্রয়, মাইগভের বহুমাত্রিক এক্সেস পয়েন্ট, মাইগভ ওয়ার্ক-ফ্লো ও অনলাইনে পেমেন্ট সুবিবধা, ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে উপাত্তনির্ভর মনিটরিং, সার্ভিস ট্র্যাকিং, এন্ড টু এন্ড (End to End) ডিজিটালাইজড সেবা ও নিষ্পত্তি, মাইগভে নাগরিকবান্ধব সেবা ডিজিটালাইজেশন, ডিজিটালাইজেশনে

সরকারি অর্থের সাশ্রয় ইত্যাদি তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি মাইগভ সেবা ডিজিটালাইজেশন ইঞ্জিন ও মাইগভ ইকোসিস্টেম চিত্রের মাধ্যমে আলোকপাত করেন। মাইগভ ইকোসিস্টেম ৩য় সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব মুহতাসিম আল হক, ডোমেইন অফিসার, ফোকাল ট্রেনিং, এটুআই, আইসিটি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তিনি "myGov প্ল্যাটফর্ম-এ সেবা প্রদান পদ্ধতি" প্রদর্শনপূর্বক বিশদ আলোচনা করেন।

"myGov প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক কর্মশালায় সঞ্চালক ও সমন্বয়ক ছিলেন উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) জনাব শেখ শামীম ইসলাম। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন উপপরিচালক (প্রকাশনা, ইউনেস্কো ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্ এবং সহকারী পরিচালক (কর্মশালা, লিখনরীতি আমাই আর্কাইভ) জনাব রোখসানা আখতার। আলোচকদের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

"myGov প্ল্যাটফর্মের পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিকতা" সংক্রান্ত কর্মশালা

কর্মশালা-৪: "ভাষা চর্চার শৃঙ্খলা রক্ষায় ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা" সংক্রান্ত কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "ভাষা চর্চার শৃঙ্খলা রক্ষায় ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি সকাল ০৯:৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনাব নুজহাত ইয়াসমিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় ধারণাপত্র

হিসেবে "ভাষানীতি ও প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ" বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "ভাষা পরিকল্পনা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থা" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আবদুল রহিম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"ভাষা চর্চার শৃঙ্খলা রক্ষায় ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা" সংক্রান্ত কর্মশালা

কর্মশালা-৫: "গবেষণা পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২২শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) "গবেষণা পদ্ধতি" সংক্রান্ত দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং স্বাগত বক্তব্য ও শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। স্বাগত বক্তব্যে বক্তা বলেন, আজকের কর্মশালাটি গবেষকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি আরও বলেন, গবেষণার বিভিন্ন ধাপ, গবেষণার কৌশল, গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় হলো গবেষণা পদ্ধতি। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ঢাকা ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। তিনি ধারণাপত্র উপস্থাপনের পূর্বে গবেষণা কীভাবে করতে হবে, কী কী পদ্ধতিতে করতে হয়, কত ধরনের উপায়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হয় সে সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ কর্মশালা থেকে অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ধারণাপত্র উপস্থাপক ধারণাপত্রের মূল আলোচনা আরম্ভ করেন গবেষণার সংজ্ঞা দেওয়ার মাধ্যমে। গবেষণা কী, মেটাগবেষণা কী, গবেষক কারা হতে পারেন সে সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

"গবেষণা পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

কর্মশালার প্রথম সেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। তিনি তার সেশনের শুরুতে গবেষণার সংজ্ঞা, গবেষণাতে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা, গবেষণার নৈতিকতায় ভাষার প্রয়োগ, ভাষার গঠন, ভাষানীতি, গবেষণায় নৈতিকতা মেনে চলার নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

"সামাজিক গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ" বিষয়ে দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি গবেষণা পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় "নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ভাষার ব্যবহার" বিষয়ে তৃতীয় সেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. এসএম আরিফ মাহমুদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচনার শুরুতে তিনি নৃবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন 'নৃবিজ্ঞান হলো স্থান ও কালভেদে মানব সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন'।

"গবেষণা পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালায় দলভিত্তিক গবেষণা প্রস্তাব তৈরি ও উপস্থাপনের চিত্র

চতুর্থ সেশনে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি (চার) দলে বিভক্ত করা হয় এবং দলগুলোকে একটি নির্দিষ্ট শিরোনামে গবেষণা প্রস্তাব তৈরি করতে বলা হয়।

- ১ম দলের গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম 'বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার ভূমিকা: বর্তমান অবস্থান'
- ২য় দলের গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম 'বাংলা ভাষায় অপভাষার ব্যবহার লিঙ্গের ভিত্তিতে'
- ৩য় দলের গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম 'বাংলাদেশে চাকমা ভাষীদের বহুভাষিকতার স্বরূপ: একটি সমাজভাষা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'
- ৪র্থ দলের গবেষণা প্রস্তাবের শিরোনাম 'বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর আত্মীয়বাচক শব্দের প্রভাব'

প্রতিটি দল তাদের গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে এই সেশনটি সম্পন্ন হয়। আলোচকদের নির্ধারিত আলোচনার পর এবং দলভিত্তিক কার্যক্রম ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালা-৬: "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান, শুভ উদ্বোধন ও ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" শীর্ষক কর্মশালা

"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার" শীর্ষক কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উপস্থাপিত ধারণাপত্রে তিনি বলেন, জনগণের মতামত প্রকাশের লক্ষ্যে সরকার অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কাজে কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার না হন কিংবা অন্যায়ভাবে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হন তার নিশ্চয়তা বিধান করাই এই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য।

কর্মশালার ১ম ও ২য় সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহেদুজ্জামান খান (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট), আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তিনি ১ম সেশনে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করেন। ২য় সেশন পরিচালনায় তিনি অনলাইনে জিআরএস সফটওয়্যারের কার্যক্রমগুলোর হাতে-কলমে প্রতিটি ধাপ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের দেখান।

কর্মশালার ৩য় ও ৪র্থ সেশন দুটি পরিচালনা করেন ড. মোর্শেদা আক্তার (যুগ্মসচিব), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তিনি তাঁর সেশনে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করেন।

আলোচকের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

কর্মশালা-৭: "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২৪শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত কক্সবাজার জেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

(বিএডিসি) রেস্টহাউজের কনফারেন্স রুমে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ও সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ভাষাবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সংযুক্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।

"ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষা বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা এবং সেইভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, কক্সবাজার অফিসের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, 'প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য মাতৃভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষা ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে অনেক ভাষাই বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসব ভাষাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন জরুরি। ভাষাকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ওই ভাষা চর্চা, পুনরুজ্জীবন, নথিবদ্ধকরণ ও লিপি তৈরি করা। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে একটি ভাষাকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।'

"ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষা বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চার প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষার বর্তমান অবস্থা, এসব ভাষীর সংখ্যা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষাগুলোর মধ্যে বিপন্ন অবস্থা, বিশেষত রেংমিটচ্য ভাষার বিপন্নতার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন।

এছাড়া তিনি তাঁর প্রবন্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষা চর্চার প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরেন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষাসমূহের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এসব ভাষার বিলুপ্তির ঝুঁকি, বৈচিত্র্যের মাঝে টিকে থাকার প্রয়াস, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সংকট ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।

কর্মশালায় "চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ' কক্সবাজার অফিসের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া। উপস্থাপিত প্রবন্ধে তিনি চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার বর্তমান অবস্থা, ভাষা বিপন্ন হওয়ার কারণ, ভাষা বিপন্নতার পরিণতি, সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।

কর্মশালায় রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, গবেষক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীয় শিক্ষক-কর্মকর্তা, কবি, লেখক, সমাজকর্মী অংশগ্রহণ করেন। তারা চট্টগ্রামের ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তর পর্বে তারা কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও প্রবন্ধ উপস্থাপকদের কাছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালার আয়োজন সমাপ্ত হয়।

"ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালা

কর্মশালা-৮: "মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইনস্টিটিউটের ভাষা গবেষণাগারে (৪র্থ তলা) "মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সেবা সহজীকরণ" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি সকাল ৯:০০টা হতে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সেবা সহজীকরণ" সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা

ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্মশালায় তার উপস্থাপিত ধারণাপত্রে বলেন, '১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ১৯৭২ সালে যার প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধানের চারটি মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,

সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে থাকে। অফিস-আদালতে নীতি ও নৈতিকতাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় নেয়। কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করাই এর মূল লক্ষ্য।' তিনি আরো বলেন, 'মাইগভ' নামক ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হয় অর্থাৎ একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরকারের সকল সেবা জনগণকে প্রদান করার জন্য 'মাইগভ প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়।'

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (সংযুক্ত কর্মকর্তা) আমাইয়ের সকল কার্যক্রম এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাইগভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সেবা সহজীকরণের গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

কর্মশালার প্রথম সেশন পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই। তিনি মাইগভ ওয়েবসাইট পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোমেনা আক্তার, কনসালটেন্ট (সিনিয়র সহকারী সচিব), এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগ। তিনি মাইগভ প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি সেবা ডিজিটাইজেশন ও সিটিজেন চার্টারের ধারণা প্রদান করেন পাশাপাশি মাইগভের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং মাইগভ অ্যাপ ব্যবহার করে কীভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তৃতীয় সেশন পরিচালনা করেন জনাব মুহতাসিম আল হক, ডোমেইন অফিসার, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগ। তিনি মাইগভ প্ল্যাটফর্মে সেবা ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া হাতে কলমে অংশগ্রহণকারীদের দেখান এবং মাইগভ প্ল্যাটফর্মের আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের যে সকল সেবা নাগরিকদের প্রদান করা যাবে তা সংক্ষেপে আলোচনা করেন। আলোচকদের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালা-৯: "সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১০ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ "সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩১ (একত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও প্রমিত বাংলা ভাষার বানানরীতি এবং এর গুরুত্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "প্রমিত বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি ও এর গুরুত্ব" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার ও এর গুরুত্ব" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন জনাব গুলশান আরা বেগম, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম; এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

"সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালা-১০: "জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখ "জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ (নয়) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "'জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করাই বড়ো চ্যালেঞ্জ" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শাহিনা পারভীন, উপসচিব (শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে বিএমইটি-এর ভূমিকা" বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব জোহরা মনসুর, উপপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); "জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল: বাংলাদেশ

প্রেক্ষিত" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম এবং সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

"জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ" শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালা-১১: "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫১ (একান্ন) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খাগড়াছড়ি জেলা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক নাজমুন আরা সুলতানা এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মারুফ।

"খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শিরোনামে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য নিয়ে ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, চিংলামং চৌধুরী এবং কৃতি চাকমা। জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক, লেখক ও গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা "ত্রিপুরা লোকসাহিত্যে নারী" শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের জনসংযোগ

কর্মকর্তা, কবি ও বাচিক শিল্পী চিংলামং চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয় ছিল "মারমা ভাষার লোকছড়া: সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও ভাষার ধারক।" খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক কৃতি চাকমা "চাকমা লোকসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে চাকমা লোকসাহিত্যের স্বরূপ তুলে ধরেন। কর্মশালায় দলভিত্তিক কার্যক্রম ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ" শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালা-১২: "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৩শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য, উদ্বোধন এবং ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আমাই। "আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্সের গুরুত্ব" নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোসাম্মৎ রহিমা আক্তার, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। "ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার" শিরোনামে সেশন পরিচালনা করেন ড. আহমেদুল কবীর, সহযোগী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের দক্ষতা উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের কার্যকারিতা" শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই।

"আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্ন্যান্স" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত মোট ১৭টি (সতেরো) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে সততা, নৈতিকতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) মোঃ আজহারুল আমিন। প্রশিক্ষণে "ক্রয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ" এবং "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কাজ" শীর্ষক ২টি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সাইফুর রহমান খান, উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "ধর্মীয় দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ শামসুল আলম, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "জাতীয় জীবনে শুদ্ধাচারের ভূমিকা" বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; "দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ-২: "বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ "বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

"বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ মোট ৩৯ (উনচল্লিশ) জন অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) মোঃ আজহারুল আমিন। "বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহারে সামাজিক প্রেষণা" ও "বাংলা শব্দের প্রায়োগিক আলোচনায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট" বিষয়ের উপর আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন ও অর্থ বৈচিত্র্য" বিষয়ে আলোচনা করেন ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "নতুন শব্দ কীভাবে তৈরি হয়" এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশিক্ষণে সমাপনী বক্তব্য রাখেন এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), মোহা. আমিনুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ-৩: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ২৩ (তেইশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

"পণ্য কার্য ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ" ও "দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানের পদ্ধতি" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোসাঃ মৌসুমী হাবিব, উপসচিব, উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট, প্রজেক্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; "সরকারি ক্রয় পদ্ধতি" বিষয়ে আলোচনা করেন ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা ও অভিধান), আমাই; "ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), আমাই; "দাপ্তরিক কাজে বিল ভাউচার সমন্বয়" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব

মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই এবং "পণ্য, কার্য ও সেবা ইত্যাদি ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহ" বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ-৪: "বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাম্প্রতিক প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৮শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ "বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাম্প্রতিক প্রবণতা" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ২১ (একুশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২৪ (চব্বিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সামাজিক সংজ্ঞাপনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার: সাম্প্রতিক প্রবণতা" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন কবি, গবেষক ও সাংবাদিক ইমরান মাহফুজ। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাম্প্রতিক প্রবণতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি

প্রশিক্ষণ-৫: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "জাতীয় জীবনে শুদ্ধাচারের ভূমিকা" বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে

শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "ধর্মীয় দৃষ্টিতে শুদ্ধাচার: পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিত" বিষয়ে আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কাজ" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি

প্রশিক্ষণ-৬: "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯:০০টা থেকে বিকাল ৪:৩০টা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা" নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণে "তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট" নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়" এ বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সংযুক্ত কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; "তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব এস. এম. মঈন উদ্দীন আহম্মেদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

"তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ছবি

প্রশিক্ষণ-৭: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ছবি

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" বিষয়ক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "পণ্য ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ ও পণ্য ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ" বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন জনাব মো. আহসানুল হক চৌধুরী, MCIPS, PGD-DP, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; "দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি" বিষয়ের উপর

আলোচনা করেন অত্র ইনস্টিটিউটের সংযুক্ত কর্মকর্তা, অধ্যাপক আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন; "পিপিআর-এ বর্ণিত কমিটি" সংক্রান্ত আলোচনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; "পিএসএন ডকুমেন্ট" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ-৮: "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৩ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "সিটিজেন চার্টার" বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সেবা নিশ্চিত করণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা" বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম; "সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা) জনাব শারমিন জাহান শিমুল; এবং "আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার" বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৯: "দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৭ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ "দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র" বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "দাপ্তরিক কাজে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব" বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব গুলশান আরা বেগম, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; "দাপ্তরিক নোট ও পত্র লিখনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন

ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষা উচ্চারণের প্রয়োগ ক্ষেত্র" বিষয়ে আলোচনা করেন ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-১০: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৮ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "ক্রয় নীতিমালা" সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। "পণ্য, কার্য ও সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং উহার প্রয়োগ" নিয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী;

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

"সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্; "ক্রয় প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, ক্রয় ও চুক্তির কৌশল এবং ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

প্রশিক্ষণ-১১: "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৫ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "ধর্মীয় দৃষ্টিতে

শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, উপাচার্য, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়; "সেবা নিশ্চিতকরণে শুদ্ধাচারের ভূমিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "শুদ্ধাচার কৌশল: তাত্ত্বিক ধারণা" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; "দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্ এবং "সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

"ধর্মীয় দৃষ্টিতে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, উপাচার্য, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশিক্ষণ-১২: "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২২শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এ এস এম আব্দুল হালিম, সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন; "তথ্য অধিকার আইন" সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "তথ্য অধিকার আইন: ধারণা ও প্রয়োগ" বিষয়ে আলোচনা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (তদন্ত) জনাব মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী; "তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "তথ্য অধিকার

আইনের সীমাবদ্ধতা" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী;

"তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালনায় তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রসমূহ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্ এবং "তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

"তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রশিক্ষণ-১৩: "পদ সৃজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৭শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ "পদ সৃজন" শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৯ (উনচল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"পদ সৃজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "পদ সৃজনের যৌক্তিকরা" সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"পদ সৃজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের চিত্র

"পদ সৃজন, বিদ্যমান পদ বিলুপ্তকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ এবং এ সকল আদেশের জিও পৃষ্ঠাঙ্কন" বিষয়ে আলোচনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৪) জনাব মোহাম্মদ শওকত উল্লাহ; "পদ সৃজন প্রক্রিয়া ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা" বিষয়ে আলোচনা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১) জনাব শাহীন আরা বেগম; "পদ স্থায়ীকরণের বিধিমালা" বিষয়ে আলোচনা

করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) জনাব সাইফুর রহমান খান এবং "পদ সৃজনের চেকলিস্ট বিশ্লেষণ" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম।

প্রশিক্ষণ-১৪: "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে মে, ২০২৫ তারিখ "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "ক্রয় নীতিমালা" সংক্রান্ত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

"সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

"প্রাতিষ্ঠানিক বাজেট তৈরির মৌলিক ধারণা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব লিউজা-উল-জান্নাহ, উপসচিব (বাজেট শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি" বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব মো. আহসানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; "সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি" বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "সমাপনী বক্তব্য" প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

প্রশিক্ষণ-১৫: "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১লা জুন, ২০২৫ তারিখ "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৬১ (একষট্টি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও চাকরির বিধি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সরকারি চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "নির্ধারিত ছুটি বিধানাবলি ১৯৫৯" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্; "আমাই প্রবিধানমালা" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) জনাব মো: আবদুল কাদের; "আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম এবং "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

"চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-১৬: "সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৫ই জুন, ২০২৫ তারিখ "সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সরকারি চাকরির বিধানাবলি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সরকারি নিয়োগ পদ্ধতি" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির

প্রাপ্যতা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্; "ভবিষ্যৎ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল" বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা, কর্মশালা ও ভাষা-জাদুঘর) জনাব শারমিন জাহান শিমুল; "নিয়োগ ও পদন্নোতির কমিটিসমূহ" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম এবং "সরকারি গোপন আইন ১৯২৩" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

"সরকারি চাকরির বিধানাবলি" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-১৭: "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখ "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৫৯ (উনষাট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও "চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; "সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ২০১৮" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব নুজহাত ইয়াসমিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; "সরকারি যানবাহন ব্যবস্থাপনা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; "সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্; "পেনশন" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম এবং "সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ড. নাজনিন নাহার।

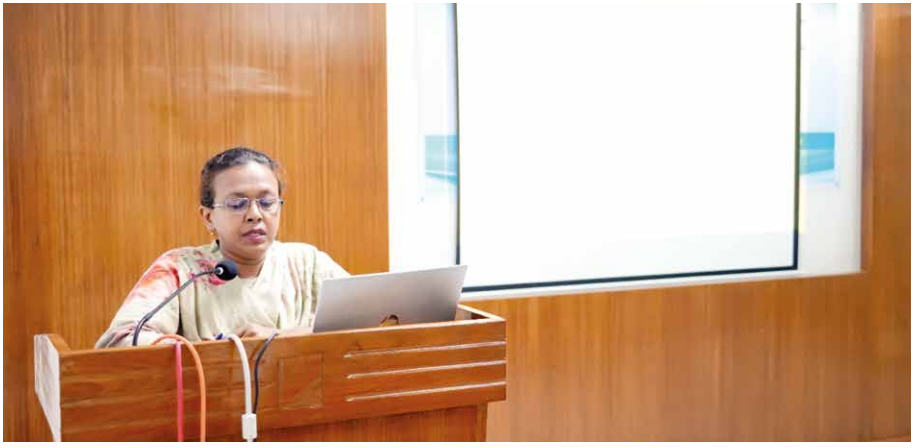

"চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে (জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত মোট ৫টি (পাঁচ) সেমিনারের (৩টি জাতীয় ও ২টি আন্তর্জাতিক) আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সেমিনার-১: "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞান" শীর্ষক সেমিনার

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞান"। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সিনিয়র সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ। উক্ত সেমিনারে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞান" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একাংশ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ফারিগ ইউসুফ সাদিক, সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "AI and Linguistics"।

আরও প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ড. মোঃ ফরহাদ রাব্বি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। তিনি "AI in Linguistics: The Global Scenario" শিরোনামের প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেমিনারে সর্বশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আসিফ শাহরিয়ার সুস্মিত। তিনি "বাংলা এনএলপি: বাস্তবতা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রাবন্ধিক প্রথমে Natural Language Processing (NLP) সম্পর্কে ধারণা দেন। এনএলপি হলো কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানবভাষার বিশ্লেষণ করে এবং মানব ভাষার কর্মপ্রক্রিয়া অনুকরণ করে কম্পিউটার তথা যন্ত্রকে ভাষা বুঝতে, বলতে এবং মানুষের মতো চিন্তা করতে শেখায়। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি উপশাখা।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু ওয়াসিফ, সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মঈনুল ইসলাম জাবের, অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মোঃ মামুন অর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

মূল প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা, ইতিহাস, মূল উদ্দেশ্য, এর দার্শনিক, গাণিতিক, অর্থনৈতিক, স্নায়ুবৈজ্ঞানিক, মনোবৈজ্ঞানিক, ভাষাবৈজ্ঞানিক এবং কম্পিউটার প্রকৌশলগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনার ধারাবাহিকতায় তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে কিছু মডেল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাবিজ্ঞান" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একাংশ

অধ্যাপক ফরহাদ রাব্বি তাঁর প্রবন্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এমন বেশকিছু ভাষাপ্রযুক্তির কথা তুলে ধরে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও অটোমেশনের ওপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এইসব প্রযুক্তির মধ্যে আছে নির্বিঘ্ন বহুভাষিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মেশিন ট্রান্সলেশন (MT), মুখের ভাষাকে স্বয়ংক্রিভাবে লিখিত রূপে রূপান্তরের জন্য 'অটোমেটিক স্পিচ রিকগনিশন' (ASR), লিখিত রূপকে মৌখিক উক্তিতে রূপ দেওয়ার জন্য 'টেক্সট টু স্পিচ' (TTS) ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপক আসিফ শাহরিয়ার সুস্মিত ভাষাপ্রযুক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তাঁর প্রবন্ধে বাংলা এনএলপির পরিধি ও সংজ্ঞা, এর ফলে কী কী প্রযুক্তি পাওয়া যাবে এবং কোন কোন কাজ সহজ হবে, এই কাজে প্রতিটি প্রধান কর্মক্ষেত্রের লক্ষ্য, তা অর্জনের জন্য কী প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা কী, এই কাজের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং একটি সম্ভাব্য রোডম্যাপ আলোচিত হয়েছে।

তিনজন বিশেষজ্ঞ আলোচক উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনায় এই বাস্তবতা উঠে আসে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ভাষা গবেষণা ও ভাষাপ্রযুক্তিতে এর ব্যবহারে বিশ্ব বহুদূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় মনবসুলভ 'জেনারেটিভ এআই' (Generative AI) নিয়ে বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে।

আলোচকদের আলোচনায় উঠে আসে যে বাংলাদেশে চার ধরনের উৎস থেকে ভাষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়ে কাজ হচ্ছে। এগুলো হলো: ১. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Academia), যেমন– বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; ২. শিল্প (Industry), যেমন– Synesis it, জবাব System, Hishab, Gaze ai; ৩. প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় (Community), যেমন– Bengali.ai; এবং ৪. সরকারি প্রতিষ্ঠান (Government), যেমন– EBLICT, ICT Division।

Bangla.gov.bd ডোমেইন বাংলাদেশে সরকারি ভাষাপ্রযুক্তির মূল ক্ষেত্র। এখানে ২০টি জনসম্পৃক্ত সেবা, ১৬টি গবেষণা টুল, ১৮টি উপাত্ত-সংগ্রহ (Datasets/ Corpora) প্রভৃতির সংগ্রহ রয়েছে। বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভাষাপ্রযুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বানান সংশোধক, ইশারা ভাষার চ্যাট কমিউনিকেটর, বাংলা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিকগনিশন সিস্টেম, ১২.৫ লাখ পৃষ্ঠায় ছাপা ১০০টির বেশি ব্রেইল বই, ডেস্কটপ ও মোবাইল অ্যাপ্লিকিশেন, বাংলা টেক্সট-টু-সাইন পাপেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেশ খানিকটা অগ্রগতি হলেও বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এর বাধাগুলো দূর করা প্রয়োজন। এইসব বাধা তথা চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট দক্ষ লোকবল ও বিনিয়োগের অভাব, বৃহৎ ডেটাসেটের অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম এবং এর মধ্য দিয়ে বিকাল ৪.৩০টায় জাতীয় সেমিনার সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

জাতীয় সেমিনার-২: "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা" শীর্ষক সেমিনার

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা"। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। "মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধের আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক মনসুর মুসা, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সেমিনার-৩: "টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনার

২৫শে জুন, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সিদ্দিক জোবায়ের, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মনিরা বেগম, চেয়ারপার্সন, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। "টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মনসুর মুসা, প্রাক্তন অধ্যাপক, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ্যাহ্লা মং। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা"

শীর্ষক চতুর্থ এবং শেষ প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবীর। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দিন মো: তারিক।

"টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একাংশ

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষাসমূহ বাঁচলে সংস্কৃতিও বাঁচবে এবং মাতৃভাষার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

বিশেষ অতিথি ড. মনিরা বেগম বলেন, টেকসই উন্নয়নে ও মৌলিক সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মাতৃভাষার চর্চা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে তিনি ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। তিনি তাঁর বক্তব্যে টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এরপর জাতীয় সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব সিদ্দিক জোবায়ের বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা সবচেয়ে বেশি সাবলীল। বিশ্বের যেসব দেশ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে এগিয়ে আছে সেই সব দেশে মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা করা হয়। তিনি বলেন ৫২-র পর ভাষার বিষয়ে আমরা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা করেছি কিন্তু বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারিনি। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বিদেশি লেখকের বই পড়তে হয়। কারণ মাতৃভাষায় মানসম্মত কোনো বই আমাদের নেই। তিনি আরও বলেন কারিকুলাম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা অবশ্যই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা উচিত। এরপর তিনি শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে মত প্রকাশ করেন।

সময়োপযোগী বিষয় নির্ধারণের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মনসুর মুসা "টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা- এ সম্পর্কে বাঙলার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহুদিন থেকেই বলে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছাত্র সম্ভাষণে' বলেছেন "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা- বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না"। তিনি আরও বলেন মাতৃভাষা চর্চা করতে হলে ব্যক্তি পর্যায়ে, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কী কী করণীয় সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, না হলে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপেক্ষিত থাকবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপনা করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার। তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা"। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সাধারণভাবে বাংলাদেশকে একটি সমজাতীয় (Homogenous) সমাজ মনে হলেও আসলে তা নয়; এখানকার মানুষের মধ্যে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নতা। বহুসংস্কৃতিময় বাংলাদেশ একটি বহুভাষা, বহুধর্ম ও বহুজাতির রাষ্ট্র। মুলধারার বাংলা ভাষার রূপ গঠনে ক্ষুদ্র ভাষিকগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর আলাদা ভাষাগত ঐতিহ্য রয়েছে; বাহ্যিকভাবে একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন হলেও উৎস-বিকাশ এবং বর্ণ ও বিন্যাসরীতির দিক দিয়ে এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়, ইতিহাস ও জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় টেকসই উন্নয়নে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব'র সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু অনুধাবন উপস্থাপন করেন। তার উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোচক হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ঞ্যোহ্লা মং। তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন'। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ভাষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষাসমূহ বাঁচলে নানান সংস্কৃতিও বাঁচবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি বাঁচলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হতে বাধ্য। এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক জাতি-পাহাড়ের সেগুন বাগানের সমতুল্য, যেখানে কোনো পশু-পাখি বাসা বাঁধে না। অপরপক্ষে প্রাকৃতিক বনে নানান প্রজাতির গাছ-লতাপাতা থাকায় পশুপাখি সহ মানুষের বসবাসের পরিবেশ বজায় থাকে। পানি ধরে রাখে; পরিবেশ ঠান্ডা থাকে। পানি সংকটের সময়েও প্রাকৃতিক বন বা ভিলেজ কমন ফরেস্টে পানি থাকে। পৃথিবীর নানান জনগোষ্ঠীর ভাষাও প্রাকৃতিক বনের সমতুল্য। নানান ভাষা বেঁচে থাকলে, রাষ্ট্রভাষার গুরুত্বও বাড়তে বাধ্য। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে বৈচিত্র্যতা আবশ্যক কারণ বৈচিত্র্যই শক্তি।'

এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম। তিনি বলেন, অর্থনীতি হলো আমাদের সমাজের মূল কাঠামো। ভাষাকে সম্পৃক্ত করে প্রায়োগিক মাত্রা বাড়িয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। এছাড়া এক নৃগোষ্ঠীর ভাষা অন্য নৃগোষ্ঠী জানলে তাদের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা, সামাজিক সহনশীলতা ও সংহতিও বৃদ্ধি পাবে।

সর্বশেষ প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা'। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ড. আহমেদুল কবীর। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, বাংলাদেশে AI ব্যবহারে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভাষা সংরক্ষণে AI ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে বর্তমান বৈশ্বিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে এই ভাষাগুলোর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। এ প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি আশার আলো হয়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে আমরা বিপন্ন ভাষাগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ, শিক্ষায় ব্যবহার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারি। বিশ্বের নানা দেশে যেমনভাবে AI প্রযুক্তির সাহায্যে ভাষা পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে সে ধারা শুরু হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদী। তবে টেকসই ফলাফলের জন্য প্রয়োজন সরকারি সহযোগিতা, গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। একমাত্র প্রযুক্তি ও সামাজিক উদ্যোগের সম্মিলিত প্রয়াসই আমাদের এই ভাষাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

তাঁর প্রবন্ধের আলোচক ছিলেন ড. সাইফুদ্দিন মো: তারিক। উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোচনায় তিনি বলেন, বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর অধিকাংশই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের নিজস্ব ইতিহাস, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন রয়েছে। আধুনিক বিশ্বায়নের চাপে, বিশেষত প্রযুক্তির প্রভাব এবং একক জাতি-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর কারণে এসব জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এর ফলে বহু ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সংকট নিরসনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI) হতে পারে একটি সম্ভাবনাময় ও কার্যকর হাতিয়ার। তিনি আরও বলেন AI এমন একটি সিস্টেম যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাজগুলো অনুকরণ করে, যেমন- ভাষা বোঝা, ছবি চিনতে পারা বা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা। AI-এর আওতাধীন অনেক প্রযুক্তি যেমন- ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, চিত্র ও শব্দ বিশ্লেষণ, অনুবাদ, সংরক্ষণ এবং শেখানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে টেকসইভাবে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব। তিনি এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য উৎসাহী অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সমাপনী অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলেন, "আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন"। তিনি আরও বলেন সেমিনারে যেসব বিষয় বা পরামর্শগুলো উঠে এসেছে- তার একটিও যদি আমরা সরকারের নজরে আনতে পারি তাহলে আমাদের এই সেমিনার আয়োজন সার্থক হবে। তিনি ভাষা বিজ্ঞানী এবং তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে ভাষাভিত্তিক সফটওয়্যার উন্নয়নের অঙ্গীকার করেন। অংশীজনের জন্য কিছু করার প্রত্যয়ও তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক, আলোচক এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেমিনারটি সফল করতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রচেষ্টারও তিনি প্রশংসা করেন। অবশেষে, তিনি তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক সেমিনার-১: "Language and National Identity" শীর্ষক সেমিনার

An international seminar was organized by International Mother Language Institute on December 10, 2024, from 9.00am to 4.30pm. The theme of the seminar was **"Language and National Identity."** Professor Sadrul Amin of Dhaka University was the chief guest at this seminar while Susan Vize, Head of UNESCO, Dhaka, was the special guest. The director of International Mother Language Institute, Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman, chaired the seminar. Prof. Stanley Dubinsky of the University of South Carolina, United States presented the keynote address on the subject of "Describing Language Conflict and Oppression, Measuring Language Freedom". Prof. Monsur Musa of Gono Bishwabidyalay, Bangladesh, delivered the next presentation titled "Identity Formation of Children and the Process of Reduction." Another paper on "Linguistic Hierarchies, Language Policy Regimes, and Nation Building" was presented by Prof. Eve Haque of York University in Canada. The discussants at the seminar were Professor Firdous Azim of BRAC University in Bangladesh, Professor Abul Kashem Fazlul Haq of Dhaka University in Bangladesh, and Professor Mohammad Ashaduzzaman of Dhaka University in Bangladesh, the Present Director of IMLI.

Keynote presenter Professor Stanley Dubinsky discussed on his topic 'Describing Language Conflict and Oppression, Measuring Language Freedom'. His speech was intended to provide a brief but comprehensive overview of the Language Conflict Project, a collaborative research effort on the part of himself and two University of South Carolina Collaborators, Professor Michael Gavin (a digital humanities researcher in the Department of English) and Harvey Starr (Dag Hammarskjold Professor Emeritus of Political Science). In his discussion he first considered the importance of language as

an independent variable in the study of ethno linguistic conflict and the concept of language rights fits into that study. He then presented a typology of language conflict and described its utility. The presentation then showed how linguistic principles could provide useful, multiple measures of language difference and how those measures were improved over unitary notions of difference previously applied. Finally, he introduced a metric for measuring the extent of language accommodation and language oppression in a given context and described the results that he had obtained in a large case study.

Susan Vize delivering speech at International Seminar

Professor Firdous Azim then discussed on Professor Dabinsky's paperwhere she said that the paper was very timely for us in a new Bangladesh. She said, "We are trying to talk about minority rights, where minority rights are being threatened in new and various ways and therefore we have to find ways to deal with it."

Susan Vize, the head of UNESCO in Dhaka, as a special guest to give a speech. Susan Vize stated in her lecture that language is unquestionably fundamental to Bangladeshi identity. In the absence of this identity, Bangladesh might not be a nation. People from various cultures, religions, and organizations are part of this one identity. People from Bangladesh are highly conscious about their linguistic rights. She went on to say that Mother Language Day is recognized as an International Mother Language Day that validates the use, maintenance, and protection of all languages in Bangladesh and other nations.

After Susan Vize, Professor Sadrul Amin, the honorable chief guest, delivered his speech. In his speech he emphasized the importance of language as a bearer of self-identity. He mentioned the contribution of Bangladeshi people

to establish the right of their language as well as the right of the other languages of the world. He agreed that language is the most central means of communication for a social being like the humans. But before that, it is also the medium of thought and formulation of ideas, beliefs, desires, intensions as well as every strategy that makes existence possible for the human race.

Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman delivering speech at International Seminar

The second paper was presented by Professor Monsur Musa entitled 'Identity Formation of Children and the Process of Reduction'. He commented that the two concepts that were chosen for the seminar were much discussed but little understood. According to him those were social construction of reality. Both the concepts were interrelated and inter dependent and sometimes nationalism and nationism seemed confused and misunderstood.

Professor Mohammad Ashaduzzaman thanked Professor Monsur Musa for presenting his paper. Responding to Professor Monsur Musa, he expressed gratitude for his talk about the impact of the Muslim Renaissance on Bangladeshi literature and culture. Additionally, he expressed gratitude to all of the participants, discussants, and the other paper presenters for their invaluable contributions to the seminar. He stated that IMLI is in charge of the restoration, documentation, and preservation of the forty languages spoken in Bangladesh, fourteen of which are endangered. He hoped the international conference would be useful in carrying out IMLI's responsibilities to preserve, promote and standardize the mother languages of the world.

Prof. Eve Haque, York University, Canada presented a paper on 'Linguistic Hierarchies, Language Policy Regimes and Nation Building'. In her

presentation, she outlined how "language policy regimes emerge out of nation building imperatives and come to install linguistic hierarchies of recognition and resourcing". Although she used the example of Canada, she expected that her explication of various language policy problems in Canada may provide insight into the development and refinement of language policy issues in Bangladesh.

The discussant of Eve Haque's paper was Abul Kashem Fazlul Haque. He proceeded by explaining the various definitions of nation, nationality, and nationalism. Although there are other considerations, he opined that language can be used to express national identity.

In the question and answer session many enthusiastic participants from different universities took part spontaneously. Finally the chairperson of the seminar, Professor Mohammad Ashaduzzaman, the Director of International Mother Language Institute conducted the closing session. He thanked all the revered Professors who presented papers and offered discussions and all the participants who joined the seminar from different universities and institutions, and everyone whose hard work made that great intellectual event possible. Finally he announced the end of the program.

আন্তর্জাতিক সেমিনার-২: "বহুভাষিকতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য" শীর্ষক সেমিনার

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সেমিনারের মূল বিষয় ছিল "বহুভাষিকতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য"। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি

ছিলেন ঢাকায় ইউনেস্কোর প্রধান সুসান ভাইজ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন। "বহুভাষিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানোভারের ডার্টমাউথ কলেজের ভাষাতত্ত্ব ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডেভিড এ. পিটারসন। "বহুভাষিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধের আলোচনা করেন ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগের অধ্যাপক আসিফা সুলতানা।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহ সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করাসহ এগুলোর অবয়বগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন। জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯৩ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সংক্রান্ত মন্তব্য 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ মন্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো:

২রা জুলাই ২০২৪: সলিমউল্লাহ রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে প্রশান্ত কুমার ধর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আমি অভিভূত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে। এত সুন্দর আয়োজন দেখে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে তথ্য জেনে। সাথে সাথে আমার দেশকে নতুন করে জানতে পারলাম। বিশেষত আমাদের ৪২টি ভাষা ও শহিদ মিনারের ইতিহাস।'

৩রা জুলাই ২০২৪: উত্তর হালিশহর চট্টগ্রাম থেকে রেজাউল করিম কায়সার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কথা শুনেছি। তবে আজকে এই গ্যালারি পরিদর্শন করে অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং সেই দেশগুলোর নানা ভাষা সম্পর্কে জানার একটা দারুণ সুযোগ হলো। ধন্যবাদ দায়িত্ব প্রাপ্তদের।'

৩রা জুলাই ২০২৪: বেসরকারি সংস্থা 'নিজেরা করি'র উপদেষ্টা শারাবান তহুরা এবং সমন্বয়ক সোহানা আহমেদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'খুবই ভালো লেগেছে। পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর পরিবেশ। দেশগুলোর ভাষার Sample Text দেখতে খুব ভালো লাগলো। অনুরোধ থাকলো দেশগুলোর ছোট্টো একটু বর্ণনা দিতে পারলে ভালো হবে। শুভ কামনা।'

বেসরকারি সংস্থা নিজেরা করির উপদেষ্টা শারাবান তহুরা
এবং সমন্বয়ক সোহানা আহমেদের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

৮ই জুলাই ২০২৪: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা উর্মিলা দেবী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আমি অভিভূত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে। এখানে এসে অনেক কিছু জানার আছে।'

২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৪: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হল থেকে নবমিতা সরকার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'This is a place of eternal peace where I find Thousands of melody. Voice, sadness, happiness in a whole aesthetic and melancholic pleasure.'

২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৪: ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের মধ্যে থেকে ফারহানা আসিফ নামে একজন মন্তব্য করেন, 'Very informative.'

১৬ই অক্টোবর ২০২৪: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ জয়প্রকাশ দে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা নিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ আপনাদের সবার যোগে জয় যুক্ত হোক। সর্বস্য শুভম।'

১৬ই অক্টোবর ২০২৪: বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক মাহফুজা আক্তার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'সকল মাতৃভাষা বেঁচে থাকুক আপন মহিমায়।'

১৬ই অক্টোবর ২০২৪: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ১৯৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ জুয়েল লস্কর, পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে আমাদের অফিস সংযুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আমাই কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মাতৃভাষা টিকে থাকুক, জুড়ে থাকুক আমাদের হৃদয় এই কামনায়।'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ১৯৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীর ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২১শে অক্টোবর ২০২৪: আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী ও ৫ জন শিক্ষকসহ মোট ১০৫ জন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের এডমিন অফিসার মন্তব্য করেন, 'জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষা থেকে মাতৃভাষা অধিক উত্তম। মাতৃভাষার মর্যাদা সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক।'

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী ও ৫ জন শিক্ষকসহ মোট ১০৫ জনের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৬শে অক্টোবর ২০২৪: Spectrum International School, 41/1 Shantinagar Dhaka থেকে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন শিক্ষক ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাঁদের একজন শিক্ষক Mahfuzur Rahman পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'It's a wonderful moment for us. We are enjoyed so much to visit this museum. It is well equipped institution. Spacious accommodation pleased us all.'

Spectrum International School, 41/1 Shantinagar Dhaka থেকে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন শিক্ষকের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

৭ই নভেম্বর ২০২৪: ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক থেকে ৭১ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। শ্রাবণী ঘোষ নামে একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘর দেখে ১৯৯টি দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা সম্ভব। যা সবার জন্য সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করবে।'

১০ই ডিসেম্বর ২০২৪: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof. Dr. Abu Sayed ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Enjoyable and Historical.'

১২ই ডিসেম্বর ২০২৪: সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ টাঙ্গাইল থেকে জান্নাতুন নাহার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বিভিন্ন দেশের ভাষার নাম খুবই উপকারী যা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।'

২২শে ডিসেম্বর ২০২৪: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ নুরুল হুদা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'জাদুঘরের ভেতর পরিষ্কার ও পরিপাটি। দর্শনার্থী বাড়ানো দরকার।'

ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক থেকে ৭১ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৪শে ডিসেম্বর ২০২৪: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ১৪ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের পক্ষ থেকে মোঃ ফাইজুল করিম রাব্বি নামে একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, 'অভিজ্ঞতা চমৎকার। এতো কার্যকরী একটি জায়গায় দর্শনার্থী বৃদ্ধি প্রয়োজন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে ১৪ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোস্তফা কামাল ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে মন্তব্য করেন, 'সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা। স্কুল ও কলেজের ছেলে মেয়েদের বেশি বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।'

৮ই জানুয়ারি ২০২৫: সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিত, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'চমৎকার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করলাম। বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা বিষয়ক অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রাণকেন্দ্র।'

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিতের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৬শে জানুয়ারি ২০২৫: বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার মুহাঃ তানজির পারভেজ, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'চমৎকার আয়োজন। জ্ঞান বিকাশে সহায়ক।'

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘরটি অভিনব প্রামাণ্য চিত্র থাকলে আরও সমৃদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।'

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: ৩৫/বি উত্তর ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাকেরা সুলতানা, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘর দেখে মুগ্ধ হলাম।'

শাকেরা সুলতানা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকরী শিক্ষক শাহ মোঃ তানভীর উল ইসলাম ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'মনে হলো এক মিনিটে বিশ্ব ভ্রমণ করে জ্ঞানের সমুদ্রে নুড়ি কুড়ালাম।'

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: বিবি মরিয়ম গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ নারায়ণগঞ্জ থেকে জান্নাত তাজরী খান ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ একটি ভাষা জাদুঘর। বিশ্বের নানান ভাষার অজানা তথ্যের এক বিরাট ভাণ্ডার এটি।'

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: SIL International Bangladesh-এর Associate Director জেনিস মৌসুমী সরকার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, অসাধারণ, সমৃদ্ধশালী জাদুঘর। সর্বোচ্চ ভাষাসমৃদ্ধ দেশ পাপুয়া নিউ গিনি (৮৪০টি) ভাষা সম্পর্কে জানতে পারলাম।'

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: Viqarunnisa Noon School and College-এর Assistant Teacher Mahsiya Rahman Marissa, ২০ জন শিক্ষার্থীসহ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Great places are definitely a student's largest curiosity. Doing tons of entertaining and informative stuffs made us extremely happy.'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকাসহ ২০ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ১৫ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের মধ্য থেকে দীপান্বিতা সাহা নামে একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, 'আমাদের অত্যন্ত চমৎকার লেগেছে এই জাদুঘরটি। অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সকলকে ধন্যবাদ।'

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ১৫ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৩শে মার্চ ২০২৫: অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জোবেদা খাতুন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অনেক দেশের ভাষার বৈচিত্র্য নিজ দেশের বহু ভাষা সম্পর্কে তথ্য অসাধারণ। এখানে কর্মীদের আন্তরিকতা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। তারা অনেক কর্তব্য নিষ্ঠ। সব মিলিয়ে ভালো লাগা অফুরন্ত।'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের
২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৫শে মার্চ ২০২৫: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে ভোলা সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক

রাসেল মোল্লা পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Language related equipment's are not enough to understand the history and culture of a country.'

২৪শে এপ্রিল ২০২৫: ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক সাদিয়া আফরিনসহ ২৩ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনী। আমি এবং শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হলাম।'

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

৪শে মে ২০২৫: গ্রিন মডেল টাউন মান্ডা, মুগদা থেকে মোঃ রানা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভালো লেগেছে, আরও ভালো হতো প্রতিটি ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস এবং সন উপস্থাপন করলে।'

২৪শে মে ২০২৫: যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহ্জাহান কবীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ! প্রতিটি জেলায় জেলায় এমন কেন্দ্র থাকা উচিত।'

৫শে মে ২০২৫: বসিলা মোহাম্মদপুর থেকে ফাবিহা আফিফা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'জ্ঞান অর্জনের ভালো একটি জায়গায় এসে অনেক ভালো লেগেছে।'

২৫শে মে ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, রোমানা পাপড়ি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন যে, এই জাদুঘরে ভাষার বৈচিত্র্য দৃশ্যমান।

২৫শে মে ২০২৫: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের প্রভাষক কাজী মোসফিকা পারভীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ কর্মযজ্ঞ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশে ব্যতিক্রমী অতুলনীয় দ্বীপশিখা।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ির ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের প্রভাষক কাজী মোসফিকা পারভীনের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৫শে জুন ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক কবির আহমেদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ ও নান্দনিক লেগেছে, বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমৃদ্ধ তথ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।'

২৫শে জুন ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোঃ মহিউদ্দিন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন।'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্বে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫)

গ্রন্থাগার হল গ্রন্থের আধার বা জ্ঞানভাণ্ডার, জ্ঞানের আশ্রয়স্থল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণামূলক ও প্রকাশনা, সংরক্ষণ, প্রচারের কাজে সহায়তাকারী একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠক শ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক গবেষণা কাজে সহায়তা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা গবেষক তাদের চাহিদাভিত্তিক সেবা গ্রহণ করেন। যেমন- রেফারেন্স, বইয়ের আংশিক ফটোকপি, সরাসরি পুস্তক ধার সেবা গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার শুধু ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহে সীমাবদ্ধ নয়; এখানে ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভাষার অভিধান, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্বকোষ ও কোষগ্রন্থ, বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, সাময়িকী ও পত্রিকা। আমাই গ্রন্থাগারে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার বইয়ের আধিক্য রয়েছে। একই সাথে আরবি, চাইনিজ, কোরিয়ান ভাষারও অল্প সংখ্যক পুস্তক রয়েছে। তবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।

আমাই গ্রন্থাগারে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করছে তা হলো:

১) পাঠক সেবা: গ্রন্থাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ রয়েছে, যেখানে পাঠক বসে অধ্যয়ন করতে পারেন।

২) রেফারেন্স সেবা: শিক্ষা, গবেষণা বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরকে বৈচিত্র্যধর্মী সংগ্রহ থেকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

৩) গ্রন্থপঞ্জি সেবা: জাতীয় পর্যায়ের কোনো গবেষণার প্রয়োজনে বা অন্যান্য গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষক ও পাঠককে গ্রন্থপঞ্জিমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৪) ফটোকপি সেবা: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গবেষক সদস্যদেরকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বইয়ের আংশিক ফটোকপি সেবা প্রদান করা হয়।

৫) ইন্টারনেট সার্চ ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে সদস্যদের জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্রাউজিং এর জন্য WiFi সংযোগ সেবা দেওয়া হয়।

৬) ধার সেবা: আমাই গ্রন্থাগার হতে শুধুমাত্র নিবন্ধিত গবেষকগণ বই ধার হিসেবে নিতে পারেন, তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরাও ধার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

৭) ডিজিটাল সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত গবেষকদের প্রয়োজনানুসারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সেবা দিয়ে থাকে।

সুবিশাল পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি রেফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, অ্যাটলাস ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে এটি একটি স্বতন্ত্র কক্ষ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৪,৩১৩টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। এই চলতি বছরের ১লা এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি ২৩৬ জন শিক্ষক ও গবেষক আমাই গ্রন্থাগার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন।

আমাই কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরকরণের পরিকল্পনা করছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগসমূহের সাথে আন্তঃসম্পর্ক গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১লা জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩০শে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৬২৭ জন পাঠক এসেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে পাঠকসেবা নেওয়ার জন্য।

মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান মহোদয়ের আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন

৭ই জুলাই, ২০২৪: সাদেকুর রহমান একজন চাকরিজীবী আমাই গ্রন্থাগারে পত্রিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৭ই জুলাই, ২০২৪: মুমিনুল ইসলাম একজন গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ আরও বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ দেন।

৮ই জুলাই, ২০২৪: ড. চিন্ময় হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি পরামর্শ দেন পাঠক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

১৫ই জুলাই, ২০২৪: তারিখে গবেষক প্রদীপ মিত্র লেখেন, তিনি লোকায়ত দর্শন, ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ, সমকালীন কাব্য-সাহিত্য, জার্নাল-ম্যাগাজিন, লিটল ম্যাগাজিন, গবেষণাধর্মী পত্রিকা পড়তে আগ্রহী। জাতীয় দৈনিক যেমন– ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর ও ইনকিলাব পত্রিকাগুলো রাখার পরামর্শ দেন।

৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪: মো: আলাউদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) মন্তব্য করেন "প্রথম বার আসলাম। অত্যন্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। সকলের সহযোগিতা প্রশংসনীয়।"

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে পাঠকের অধ্যায়নের চিত্র

১৫ই অক্টোবর, ২০২৪: আব্বাছ আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মন্তব্য করেন, "একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য ভাণ্ডার।"

২১শে অক্টোবর, ২০২৪: মোঃ ফখরুল ইসলাম, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মন্তব্য করেন, "মানুষ ধন সম্পদকে পাহারা দেয় আর জ্ঞান নিজেই মানুষকে পাহারা দেয়।"

২৪ই অক্টোবর, ২০২৪: মোঃ আলমগীর হোসেন, এনবিআর, মন্তব্য করেন, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আমার অদ্য প্রথম পদার্পণ। আমি অভিভূত তথা মুগ্ধ। শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ এবং সমৃদ্ধ বইয়ের সংগ্রহ।"

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪: মোঃ মোস্তফা কামাল, ইঞ্জিনিয়ার, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ, মন্তব্য করেন, "পরিপাটি গোছানো। তবে সংগ্রহ আরো বাড়ানো যেতে পারে।

এই সুন্দর লাইব্রেরি সম্পর্কে আরো সবার সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য কিছুটা প্রচার করা যেতে পারে।"

১৫ই অক্টোবর, ২০২৪: তারেক মাহমুদ, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মন্তব্য করেন, "খুব সুন্দর পাঠযোগ্য পরিবেশ। সংবাদপত্র থাকলে আরও ভালো হয়। নেত্রকোণা জেলার বইটা পড়ে ভালো লেগেছে। পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন। পরিছন্ন, চমৎকার পাঠযোগ্য পরিবেশ।"

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শনের চিত্র

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৬ জনের একটি দল আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৬ জনের একটি দলের আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন

দলটির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ। তিনি মন্তব্য করেন, "সমৃদ্ধ হলাম। বইয়ের এ সমৃদ্ধ আয়োজন জাতিকে আলোকিত করবে এ প্রত্যাশা রইল। বাংলার জয় হোক। বাংলা ভাষা বিশ্বজনীন হোক..."

১২ই মার্চ, ২০২৫: খন্দকার খালেদ রিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মাউশি ঢাকা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "গ্রন্থাগারের পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। বইয়ের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমাইকে ধন্যবাদ ও শুভকামনা।"

১২ই মার্চ, ২০২৫: ড. মনসুর আহমেদ (গবেষক) বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "পরিবেশ চমৎকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করছি।"

১৭ই মার্চ, ২০২৫: ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশের একটি অন্যতম ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। চমৎকার তথ্য কালেকশন ও পরিবেশে ঘেরা এ লাইব্রেরি।"

আমাই গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের চিত্র

২০শে এপ্রিল, ২০২৫: জনাব জোবেদা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "এ ইনস্টিটিউটে প্রায়শই আসি। অনেক অনেক বইয়ের কালেকশান। এক কথায় অসাধারণ। লাইব্রেরির কর্মীদের আচরণ, অভ্যর্থনা, পড়ার পরিবেশ অতিশয় সুন্দর। লাইব্রেরিটি এক কথায় অতিশয় সমৃদ্ধ।"

২২শে এপ্রিল, ২০২৫: মো: একরামুল হক, শিক্ষক, সাহাপুর দাখিল মাদ্রাসা, পীরগঞ্জ, রংপুর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "অর্থ ও

জ্ঞান সমান নয়। জ্ঞানের শক্তির উৎকর্ষে বোধের জন্ম। সম্পদ লোভের আধার। বোঝা দরকার কোনটি বেশি প্রিয়।"

২৪শে এপ্রিল, ২০২৫: সাদিয়া আফরিন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেন, "বিশেষ লাইব্রেরি হিসেবে তথ্যসমৃদ্ধ সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলাম। শিক্ষার্থীরা বইয়ের সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।"

২৮শে এপ্রিল, ২০২৫: মো: নূরুল হাফিজ উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ. শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "অদ্য আমাই লাইব্রেরিতে ভিজিট করলাম। লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের কার্যক্রম ও তৎপরতা আশানুরূপ পাওয়া গেল। এই লাইব্রেরিটি জ্ঞানের আলো জ্বালাতে এবং জাতি গঠনে বিশেষ সহায়তা করতে পারে। আমি এই লাইব্রেরিটির সমৃদ্ধি কামনা করছি।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভসের তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব এবং এর বিবর্তনের ইতিহাস জানা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি/৯ই ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সংস্কারের পরে আমাই পরিচালক মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) নানা সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভে রয়েছে মোট ২০০টি বোর্ড এর মধ্যে ১৫৪টি ভাষার লিপি ও বাকিগুলো লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হস্তলিপি, ক্যালিওগ্রাফি ও হস্তলিখিত বাংলাদেশের সংবিধানের ছবি। কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত বিশ্বের

লিখনরীতি আর্কাইভকে সপ্তম তলার পশ্চিম দিকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জুন, ২০২৪ থেকে আর্কাইভের সংস্কার কাজ চলমান ছিল। তখন দর্শনার্থীদের জন্য আর্কাইভে প্রবেশ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়।

প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষে ২০শে মার্চ, ২০২৫ (৬ই চৈত্র, ১৪৩১) এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধেয় পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের শুভ উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সেবাকে আরও প্রাণবন্ত করতে ১ম বারের মতো এখানে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। একইসাথে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ভাষার লিপি যেমন: আজটেক লিপি, নকসি লিপি, জাপোটেক লিপি, মিকসটেক লিপি, ওঘাম লিপি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। নিম্নে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের উদ্বোধনের স্থিরচিত্র দেওয়া হলো।

ছবি: বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৪:৩০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। 'বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভকে আরো পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে জুন ২০২৫ মাসে মোট দুইশত পঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এপ্রিল ২০২৫ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে মোট ৬৫ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত পাঠকদের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো:

আরমা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার মতামত প্রকাশ করেছেন, "অসাধারণ একটি আর্কাইভ পরিদর্শন করলাম। ভাষার জন্য জীবন দেওয়া বাংলাদেশ সুন্দর একটা আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায়।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের গ্যালারি অংশ

বুক পয়েন্টের প্রকাশক এম এ মুসাখান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ দেখে আমি অভিভূত এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করলাম। শিক্ষার্থী শিক্ষকসহ সকল শিক্ষানুরাগীকে পরিদর্শনের আহ্বান করছি।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের সংস্কার কাজের অংশ

অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) মো: সিরাজুল ইসলাম বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন, "দেশে একমাত্র এবং অসাধারণ বর্ণমালার আর্কাইভ। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তন জানার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি প্রচার করা যেতে পারে।"

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ১৪৪৬ হিজরি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত

১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি. বেলা ২:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আলোচনা করেন। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের পিডব্লিউডি জামে মসজিদের খতিব জনাব মোঃ জুবায়ের রশীদ। আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া-মাহফিলে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০২৪ সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাভাষার উন্নয়ন এবং বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন। প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৯নং আইন) দ্বারা স্থাপিত এবং তদনুযায়ী পরিচালিত। এই আইন অনুযায়ী সরকার প্রধান ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৯ নং আইন) অধিকতর সংশোধন নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন (সংশোধন), ২০২৪ নামে একটি আইন পাশ হয়।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:৩০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৩০৭) একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আলোচনার শুরুতেই কোরআন তেলওয়াত করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই কর্তৃক আয়োজিত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

অতঃপর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্লাম্বার জনাব মোঃ নাজমুল হুদা; সহকারী পরিচালকদের মধ্য থেকে জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা; উপপরিচালকদের মধ্য থেকে শেখ শামীম ইসলাম এবং সংযুক্ত কর্মকর্তা প্রফেসর আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান মহান বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট, পটভূমি ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং এ বিজয়কে মনে প্রাণে লালন ও ধারণ করে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দেশ সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫-এ বাংলাদেশের মোট ৮টি অঞ্চল রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ক-ক্যাটেগরিতে ১৫৭৫ জন এবং দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির খ-ক্যাটেগরিতে ৯৭৭ জন সর্বমোট ২৫৫২ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। তারই মধ্যে থেকে চূড়ান্ত পর্বে ৮টি অঞ্চলের বিজয়ী ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ক-ক্যাটেগরিতে ৬৩ জন এবং দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির খ-ক্যাটেগরিতে ৫৩ জন এবং সর্বমোট ১১৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব
জনাব সিদ্দিক জোবায়ের

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চা, প্রচার ও প্রসার ঘটানো ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য। সকাল ০৯:৩০

মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৫ চূড়ান্ত পর্বের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সিচিব জনাব সিদ্দিক জোবায়ের এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল।

স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম এবং সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের সদস্য-সচিব ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আবদুল কাদের। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

বক্তব্য রাখছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

২য় পর্বে সকাল ১০:৪৫ মি. থেকে ১২.১৫ মি. পর্যন্ত আঞ্চলিক পর্যায় থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা দেড় ঘণ্টাব্যাপী লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৫ এর নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ক-ক্যাটেগরিতে ৩ জন চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেন জনাব কে. এম. খালিদ সাইফুল্লাহ্, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা; ২য় স্থান অর্জন করে জনাব ইসরাত জাহান ইভা, বিবি মরিয়ম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, নারায়ণগঞ্জ; ৩য় স্থান অর্জন করে জনাব নাহিয়ান সাদ, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল

এবং খ-ক্যাটেগরিতে ৩ জন চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে জনাব মাহমুদুল হাসান রাফি, নটরডেম কলেজ, ঢাকা; ২য় স্থান অর্জন করে জনাব তাকিফ জামান, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা; ৩য় স্থান অর্জন করে জনাব তাহসিন আস-শাফি আল নাহিয়ান, আদর্শ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও অতিথিবৃন্দ

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের মূল্যায়ন ও ফলাফল ঘোষণা পর্বে ভাষাবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক প্রমুখ প্রশ্নোত্তরপর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠী তার মনন, মেধা ও চিন্তা প্রকাশ করে। পৃথিবীতে অনেক মাতৃভাষা বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে এসব ভাষা সঠিকভাবে চর্চা না করলে তা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কাজেই বিপন্ন ভাষা চর্চা, অনুশীলন, পুনরুজ্জীবন, নথিবদ্ধকরণ আবশ্যক।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজনের লক্ষ্য বিশ্বের প্রতিটি মাতৃভাষা চর্চাকে উৎসাহিত করা। মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে ঐ ভাষার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিলিন হয়ে যাওয়া। ভাষা বিজ্ঞানীদের অনুমান আগামী ৫০/৬০ বছরের মধ্যে বিশ্বের শতকরা ৯০% ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। ভাষা হোক সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার ভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ কাজটি করে যাচ্ছে।

চূড়ান্ত বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের সদস্য-সচিব এবং উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জনাব মোঃ আবদুল কাদের এ আয়োজনের মূল বিষয়গুলো আলোচনা করে এ অয়োজনকে সফল করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর অংশবিশেষ

বইমেলা ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর একুশের বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক

নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০২৩.০০১.১২-২৫৪, তারিখ: ২রা ডিসেম্বর, ২০২৪-এর আলোকে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বইমেলা উপকমিটি গঠন করা হয়। বইমেলা উপকমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রকাশনা), আমাই। উপকমিটির সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল বরাদ্দ নেয়।

বাংলা একাডেমির বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল

১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল, সাময়িকী, সাহিত্য পত্রিকা ও অনুবাদ সাহিত্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ তারিখে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫-এর উদ্বোধন ও দেশব্যাপী আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সূচনা, ২২ তারিখে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ভাষামেলার উদ্বোধন, ২৩ তারিখে জাতীয় সেমিনার ও ভাষামেলার সমাপন এবং ২৪ তারিখে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫-এর উদ্বোধন

২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব সিদ্দিক জোবায়ের।

ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন

'মাতৃভাষা ও টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

পদক প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উক্ত অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে বিজয়ীদের সনদ প্রদান করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন, একুশের গান পরিবেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্যসাধারণ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক প্রদান করা হয় অধ্যাপক আবুল মনসুর মুহাম্মদ আবু মুসা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক প্রদান করা হয় Joseph David Winter এবং বাংলাদেশ দূতাবাস প্যারিস-কে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এ বছরের লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন। অতঃপর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে ইংরেজি, স্প্যানিশ, রুশ, চীনা, আরবি, ফরাসি, বাংলা, গারো ও মাহলি ভাষার শিশুরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

প্রাপ্তদের এবং লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সঙ্গে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভাষামেলা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে দু'দিনব্যাপী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ভাষামেলার এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: 'ভাষা হোক বৈষম্য নিরসনের হাতিয়ার'। এ বছরই প্রথমবারের মতো ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে স্টল সাজানো, উন্নত মানের প্রকাশনা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি; ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষামেলার উদ্বোধনীপর্বে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ভাষামেলার স্টলগুলোর অবস্থান লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। ভাষামেলায় আমাইসহ বাংলাদেশের ভাষিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ, বিভিন্ন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ভাষাভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী একটি প্রতিষ্ঠানের স্টল

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল: (১) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (২) ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১২১৯; (৩) ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৪) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; (৬) কনফুসিয়াস

ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ি নং: ৯৭৪, রোড নং: ১, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬; (৮) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা; (৯) হেরিটেজ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ; (১০) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; (১১) জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (১২) রাশিয়ান হাউজ ইন ঢাকা, অ্যাম্বাসি অব দ্যা রাশিয়ান ফেডারেশন হাউস বাংলাদেশ, ৪২, ভাষাসৈনিক এম. এ. মতিন রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫; (১৩) ব্রিটিশ কাউন্সিল, ৫ ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকা; (১৪) উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (১৫) স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার কনসালটেন্সি, ৩৯৮/এ, রোড নং-২৯, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১২; (১৬) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা; (১৭) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৪/৩, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, বহুভাষী পকেট অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি, স্মরণিকা প্রভৃতি প্রকাশনা ভাষামেলার আমাইয়ের স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ৪র্থ দিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সকাল ০৮:৩০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে 'দৈনিক নয়া

দিগন্ত' ও 'The daily observer' দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক ফরমসমূহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবলিটিজের ওয়েবসাইডে আপলোড করা হয়।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

শিশুদের ৮টি ক্যাটাগরিতে-

'ক' দল (প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি)- ৩৪ জন

'খ' দল (প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি)- ৭৯ জন

'গ' দল (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)- ৪৯ জন

'ঘ' দল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)- ৪৯ জন

'ঙ' দল (নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি)- ২৮ জন

'চ' দল (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শ্রেণি)- ৩৫ জন

'ছ' দল (বিদেশি শিশুদের সিনিয়র গ্রুপ)- ০৩ জন

'জ' দল (বিদেশি শিশুদের জুনিয়র গ্রুপ)- ০৩ জন প্রতিযোগী ঐ দিনের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বিভিন্ন গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা হচ্ছে নিম্নরূপ:

'ক' দল:

১ম স্থান- মোঃ রিসালাত সাহ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অ্যান্ড কলেজ (কেজি)
২য় স্থান- মোঃ আফরান আল হাসনাইন, সাফির আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (নার্সারী)
৩য় স্থান- ওয়াজিহা হাসান আরিবাহ, লিটল এন্জেলস স্কুল (নার্সারী)

'খ' দল:

১ম স্থান- আরিশা মায়মুন, এ, জি চার্চ স্কুল (২য় শ্রেণি)
২য় স্থান- মোঃ আফসারা সুলতানা রাহাত, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (২য় শ্রেণি)
৩য় স্থান- মুরসালিন আল লাবিব, লিটল এনজেলস লানিং হোম (১ম শ্রেণি)

'গ' দল:

১ম স্থান- প্রকৃতি চৌধুরী, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (৫ম শ্রেণি)
২য় স্থান- ঋষিত শীল ধৃতি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ (৩য় শ্রেণি)
৩য় স্থান- ওয়াফিকা হাসান আজিবাহ্, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (৫ম শ্রেণি)

'ঘ' দল:

১ম স্থান- সৌঙিক সাহা, নারায়নগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণি)
২য় স্থান- বিহান কুমার সাহা, আদমজী ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল (৭ম শ্রেণি)
৩য় স্থান- আফরিনা ফাবাহ্, ভিকারুননিসা নূন স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণি)

'ঙ' দল:

১ম স্থান- আরাফাত ইসলাম, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (১০ শ্রেণি)
২য় স্থান- আনিশা সান্তনি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (১০ম শ্রেণি)
৩য় স্থান- মোঃ আশরাফুল আলম আবির, হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ (১০ম শ্রেণি)

'চ' দল:

১ম স্থান- কানিজ ফাতেমা ঐশী, ঢাকা সরকারি বধির হাইস্কুল (৯ম শ্রেণি)
২য় স্থান- কাউসার, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন স্কুল (১ম শ্রেণি)
৩য় স্থান- সুরমা, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন স্কুল (১ম শ্রেণি)

'ছ' দল:

১ম স্থান- Guo xuanchen, Grace International School (B-group)
২য় স্থান- Ms Miroslava Ivankova, School of the Embassyof the Russian federation; (B-group)
৩য় স্থান- Hein Htoo Aung, Sydney Internation School, (B-group)

'জ' দলঃ

১ম স্থান- Kian Hiniduma Liyarage, Slab Buddhist School, (A-group)

২য় স্থান- Md. Reazul Azmayeen Safwan, Mohammadpur Preparatory school and college, (A-group)

৩য় স্থান- Zhoujinglan, EFID, The Embassy of china (A-group).

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণের একাংশ

প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের বিজয়ী নির্বাচন করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচারক প্যানেল গঠন করা হয়। প্যানেলের সদস্যবৃন্দ হলেন-

১. অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. অধ্যাপক আব্দুল আজিজ, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. অধ্যাপক ইস্রাফিল প্রাণ, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. শহীদ আহমেদ মিঠু, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও
৫. মোহম্মদ সেলিম, নিয়ন্ত্রক ডিজাইন, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক তদারকি, তথ্য সরবরাহ এবং সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেনঃ

১. জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই
২. জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই
৩. জনাব আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সংযুক্ত কর্মকর্তা, আমাই
৪. জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণের সম্বলিত ছবি

উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; বিশেষ অতিথির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (সেমিনার) মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা।

২৬শে মার্চ, ২০২৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কিত তথ্য

২৬শে মার্চ, ২০২৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩য় তলা ৩০৭ নং কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। আলোচনায় সভাপতি মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতার চেতনা লালন ও ধারণ করে দেশের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার অনুরোধ করেন।

নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৮টি (আট) ক্যাটাগরির ১২টি (বারো) শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ প্রাপ্তদের মধ্যে ০৬ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ০৭ (সাত) জন কর্মচারী যোগদান করেন। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্রটি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৪৫টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভ্যেনির রয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে মাতৃভাষাপিডিয়া, বহুভাষী পকেট অভিধান, অনুবাদগ্রন্থ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, Mother Language Journal, স্মরণিকা ইত্যাদি।

২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	বিশ্বকোষ	মাতৃভাষাপিডিয়া ১ম খণ্ড	২০২৪	০৬ কপি
		মাতৃভাষাপিডিয়া ২য় খণ্ড	২০২৪	০৯ কপি
		মাতৃভাষাপিডিয়া ৩য় খণ্ড	২০২৪	০৫ কপি
		মাতৃভাষাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড	২০২৪	০৬ কপি
		Matrivashapedia, Volume:1	২০২৪	০৫ কপি
২.	ভাষা বিষয়ক	সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান	২০২৪	১৬ কপি
		ভাষা ও ভাষা প্রসঙ্গ	২০১২	০২ কপি
		ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা-ডোমাই ভোজপুরি	২০২৩-২৪	০৩ কপি
		বাংলার শব্দ মানচিত্র	২০২৫	০৬ কপি
		বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা	২০২৫	০৪ কপি
৩.	অভিধান	ঠার বাংলা অভিধান	২০২৩	০৩ কপি
		সিলেটী নাগরিলিপি শিক্ষা	২০২৪	২৭ কপি
		কোচ (থার) অভিধান	২০২৪	০৩ কপি
		ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান	২০২৪	০৭ কপি
		চাক বাংলা অভিধান	২০২৫	০২ কপি
		বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চায়নিজ, জাপানিজ ও কোরিয়ান)	২০২৩	১৩ কপি
		বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি)	২০২৩	১২ কপি
		বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্প্যানিশ)	২০২৩	০৮ কপি
		বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, ইটালী ও পোর্তুগীজ)	২০২৩	১৯ কপি
		বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও বাহাসা মালয়েশিয়া)	২০২৩	১৪ কপি
৪.	মাতৃভাষা পত্রিকা	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১-২	২০২৪	০৫ কপি
		মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৯ম ও ১০ম	২০২৫	১৩ কপি
		মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১-২	২০২৩	০১ কপি
		মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১	২০১৮	০৩ কপি

৫.	Mother Language Journal	Mother Language Journal, Vol.7, Num.2	২০২৩	০১ কপি
৬.	সংকলিত গ্রন্থ	বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন	২০২৫	১৩ কপি
		একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২০২১	০১ কপি
৭.	অনুবাদ	বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প	২০২৫	০২ কপি
৮.	প্রতিবেদন	ভাষা তথ্য প্রতিবেদন সংগ্রহ (পাবনা ও নেত্রকোনা জেলা)	২০২৪	০১ কপি

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো:

- ৮ই জুলাই, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'দুর্নীতি ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ-গঠন' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ৯ই জুলাই, ২০২৪ তারিখ সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০৩:০০টা পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক 'বিষয়ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল ও নৈপুণ্য এ্যাপ ব্যবহার সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ০৩:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত 'পিপলএনটেক লিমিটেড' কর্তৃক 'বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য প্রযুক্তিতে আগ্রহী করে তোলার জন্য একটি সেমিনার' আয়োজন করা হয়।
- ৫ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা বিডি জবস ডট কম লি. কর্তৃক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- ৭ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- ১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত মার্কেটার্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃক 'সিরাত প্রোগ্রাম' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২রা নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত এন ইউ এস ডি এফ, বাংলাদেশ কর্তৃক 'NUSDF Skill Development Summit & Job Fair 2024 আয়োজন করা হয়।

- ২৬শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ০৩:০০টা পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শাহাদাতবরণকারী শিক্ষার্থীর পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন কর্তৃক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব, ফাইনাল ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ০৩:০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০টা পর্যন্ত Committee for Free College Admissions (CFCA) কর্তৃক Public Seminar on USA College Admission' আয়োজন করা হয়।
- ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার কর্তৃক ৫ম সম্প্রচার সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ১লা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি অনলাইনে ইএফটি পদ্ধতিতে প্রেরণ কার্যক্রম উদ্বোধন আয়োজন করা হয়।
- ৬ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক 'সমন্বয় উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি সভা' আয়োজন করা হয়।
- ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক 'সমন্বয় উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি সভা' আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী কর্তৃক 'বিশেষ আলোচনা সভা' আয়োজন করা হয়।
- ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক 'অফিস ইনচার্জ কনফারেন্স' আয়োজন করা হয়।
- ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Corporate Academy কর্তৃক সমাবর্তন ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।

- ১৭ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় সুফি জাগরন পরিষদ কর্তৃক 'সুফি কনফারেন্স-২০২৫ এর আয়োজন করা হয়।
- ৯ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে Moral Education Development Programme -এর আয়োজন করা হয়।
- ১২ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত এক্সোরা গ্রুপ কর্তৃক বাংলাদেশ ডিলার ডিপে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- ১৭ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত UNYSAB কর্তৃক 'কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ' আয়োজন করা হয়।
- ২৮শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ কর্তৃক 'কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ৪ঠা মে, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'জাগ্রত সম্মাননা ২০২৫' আয়োজন করা হয়।
- ১১ই মে, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ভয়েস ফর রিফর্ম কর্তৃক 'সেমিনার' আয়োজন করা হয়।
- ২৯শে মে, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৃদয়ে বৈশাখ' আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে জুন, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার কর্তৃক 'Tilottma 87' আয়োজন করা হয়।
- ২৮শে জুন, ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ রিসার্চ এনালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন) কর্তৃক 'স্মরণিকা প্রকাশ'-এর আয়োজন করা হয়।

অডিটোরিয়ামের চিত্র

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষের চিত্র

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-২০২৪ হতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অর্থ কোডভিত্তিক ব্যয় বিভাজন বিবরণী অনুযায়ী জুলাই-২০২৪ হতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিস্তারিত বিভাজন	২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ	জুলাই/২৪ হতে জুন-২৫ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত ব্যয়ের পরিমাণ (৪-৫)	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান					
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা					
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৪৮০০০০০.	৪৮০০০০০.	৪৪২৬০০৯.	৩৭৩৯৯১.	৯২.২১
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৪৫০০০০০.	৪৫০০০০০.	৪১৮৭৬০৭.	৩১২৩৯৩.	৯৩.০৬
৩১১১৩৫২	বিশেষ প্রণোদনা ভাতা	৭০০০০০.	৭০০০০০.	৫৩৬৯২১.	১৬৩০৭৯.	৭৬.৭
৩৬৩১১০১	উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা (১)	১০০০০০০০.	১০০০০০০০.	৯১৫০৫৩৭.	৮৪৯৪৬৩.	৯১.৫১
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা				০.	০.
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৫৯৫০.	৪০৫০.	৯৫.৯৫
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৮৮৫০০.	৬১৫০০.	৫৯.
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০০০.	৫০০০০০০.	৪৬৭৩৬৮৩.	৩২৬৩১৭.	৯৩.৪৭
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৬০০০৯৭.৪৬	৬০০০০০.	৫৮৪৭৫০.	১৫২৫০.	৯৭.৪৬
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৭৫০৯৭.৫৮	৭৫০০০.	৭৩১৮৩.	১৮১৭.	৯৭.৫৮
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৫০০৯৬.৭৬	১৫০০০০.	১৪৫১৩৭.	৪৮৬৩.	৯৬.৭৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	১০০০৬৩.৯৭	১০০০০০.	৬৩৯৬৯.	৩৬০৩১.	৬৩.৯৭
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১৮০০০০০.	১৮০০০০০.	১৩৫৮০৯০.	৪৪১৯১০.	৭৫.৪৫
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৮৯২০১.	১০৭৯৯.	৯৭.৩
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	৩০০০০০.	৩০০০০০.	২৬৫৫৭০.	৩৪৪৩০.	৮৮.৫২
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০.	৫০০০০.	৫৩৭০০.	-৩৭০০.	১০৭.৪
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.	২০০০০০.	১৫২৬২৮	৪৭৩৭২.	৭৬.৩১
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২)	৮৯২৫০০০.	৮৯২৫০০০.	৭৯৪৪৩৬১.	৯৮০৬৩৯.	৮৯.০১
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				০.	০.
৩২১১১০১	পুরস্কার	১৫০০০০.	১৫০০০০.	০	১৫০০০০.	০.
৩২১১১০২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১০০০০০.	১০০০০০.	১১৯৮৭০.	-১৯৮৭০.	১১৯.৮৭
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৩০০০০০.	৩০০০০০.	২৯৫০০৫.	৪৯৯৫.	৯৮.৩৪
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	২০০০০০০.	২০০০০০০.	১৯৯৯৪৬০.	৫৪০.	৯৯.৯৭
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৫৫০০০০০.	৪৪০০০০০.	৪৪০০০০০.	০.	১০০.
৩২১১১১৫	পানি	২৫০০০০.	২৫০০০০.	১৯৪৫৬১.	৫৫৪৩৯.	৭৭.৮২
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেগ্রাফ	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৯৭১৯৬.	২৮০৪.	৯৯.৫৩
৩২১১১২০	টেলিফোন	১০০০০০.	১৩০০০০.	৫৬৭৮২.	৭৩২১৮.	৪৩.৬৮
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৯০৩৮২১.	৯৬১৭৯.	৯০.৩৮
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৪০০০০০.	৪০০০০০.	২২১৭৫৪.	১৭৮২৪৬.	৫৫.৪৪
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৯০০০০০০.	৯০০০০০০.	৬১১৯৮১৮.	২৮৮০১৮২.	৬৮.
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৬০০০০.	৬০০০০.	৫৯৯৩০.	৭০.	৯৯.৮৮

৩২১১১৩১	আউটসোসিং	৬২৫০০০০.	৬০০০০০০.	৬২০৮৪৯২.	-২০৮৪৯২.	১০৩.৪৭
৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৩৮৮৪৭৫.	১১১৫২৫.	৭৭.৭
৩২১১১৩৫	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	৭৫০০০০.	১০০০০০০.	২৫০০০.	৯৭৫০০০.	২.৫
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	২৫০০০০০.	২৫০০০০০.	২৪৯১৫০০.	৮৫০০.	৯৯.৬৬
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৬০০০০০.	৪৮০০০০.	৩৮৪৯৩৩.	৯৫০৬৭.	৮০.১৯
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	১০০০০০০.	৮০০০০০.	৭৯৮৯৬৮.	১০৩২.	৯৯.৮৭
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০০০০০০.	২০০০০০০.	১৯৯৯৯৬০.	৪০.	১০০.
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৪৯২৬৪৭.	৭৩৫৩.	৯৮.৫৩
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৮০০০০০.	৮০০০০০.	৭৯০২৭৬.	৯৭২৪.	৯৮.৭৮
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৯৮১৫৯.	১৮৪১.	৯৯.৬৯
৩২৫৬১০৬	পোশাক	০	০	০	০.	০.
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২০০০০০.	২০০০০০.	১২৫০০০.	৭৫০০০.	৬২.৫
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৫০০০০০০.	১৫০০০০০০.	১৩৯৩৫৩৪৮.	১০৬৪৬৫২.	৯২.৯
৩২৫৮১০১	মটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩১২৯৯৮.	৮৭০০২.	৭৮.২৫
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	১০০০০০.	১০০০০০.	৭৭৫০০.	২২৫০০.	৭৭.৫
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	৫০০০০.	৫০০০০.	৫০০০০.	০.	১০০.
৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৫০০০০.	৫০০০০.	৪৯২৭০	৭৩০.	৯৮.৫৪
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপন মেরামত	১০০০০০.	৭০০০০.	০	৭০০০০.	০.
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৭০০০০০.	৩০০০০০.	৭০.
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩)	**৫১৮৬০০০০.**	**৫০৪৪০০০০.**	**৪৪৩৯৬৭২৩.**	**৬০৪৩২৭৭.**	**৮৮.০২**
৩৬৩১১০৮	**গবেষণা অনুদান**				০.	০.
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৪৫০০০০০.	৪৫০০০০০.	৪৩৮৮২০০	১১১৮০০.	৯৭.৫২
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৫০০০০০	০.	১০০.
	উপমোট গবেষণা অনুদান (৪)	**৫০০০০০০.**	**৫০০০০০০.**	**৪৮৮৮২০০**	**১১১৮০০.**	**৯৭.৭৬**
৩৬৩১১৯৯	**অন্যান্য অনুদান ব্যয়**				০.	০.
৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০০০০.	৫০০০০.	০	৫০০০০.	০.
৩৮২১১০৩	পৌরকর	১৯৫০০০০.	১৯৫০০০০.	১৮৯০৩৬০	৫৯৬৪০.	৯৬.৯৪
	উপমোট অন্যান্য অনুদান (৫)	**২০০০০০০.**	**২০০০০০০.**	**১৮৯০৩৬০**	**১০৯৬৪০.**	**৯৪.৫২**
	মোট আবর্তক অনুদান (১+২+৩+৪+৫)	**৭৭৭৮৫০০০.**	**৭৬৩৬৫০০০.**	**৬৮২৭০১৮১.**	**৮০৯৪৮১৯.**	**৮৯.৪**
৩৬৩২১০২	**যন্ত্রপাতি অনুদান**				০.	০.
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৯৫০২২৯	৪৯৭৭১.	৯৫.০২
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০	০	০	০.	০.
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান (৬)	**১০০০০০০.**	**১০০০০০০.**	**৯৫০২২৯**	**৪৯৭৭১.**	**৯৫.০২**
৩৬৩২১০৫	**তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান**				০.	০.
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৯৬৫৪২০	৩৪৫৮০.	৯৬.৫৪
	উপমোট তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান (৭)	**১০০০০০০.**	**১০০০০০০.**	**৯৬৫৪২০**	**৩৪৫৮০.**	**৯৬.৫৪**
৩৬৩২১০৬	**অন্যান্য মূলধন অনুদান**				০.	০.
৪১৩১১০১	যাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৯৮৫০০	১৫০০.	৯৯.৬৩
	উপমোট অন্যান্য মূলধন অনুদান (৮)	**৪০০০০০.**	**৪০০০০০.**	**৩৯৮৫০০**	**১৫০০.**	**৯৯.৬৩**
	মূলধন অনুদান (৬+৭+৮)	**২৪০০০০০.**	**২৪০০০০০.**	**২৩১৪১৪৯**	**৮৫৮৫১.**	**৯৬.৪২**
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮)	**৮,০১,৮৫,০০০.**	**৭৮৭৬৫০০০.**	**৭০৫৮৪৩৩০.**	**৮১৮০৬৭০.**	**৮৯.৬১**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
Website: www.imli.gob.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com